তারিখ ২২ AUG 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

সমকাল

মুক্তাগাছায় কোচিং সেন্টার জমজমাট

স্কুলের ক্লাস ফাঁকা

■ শফিউল্লাহ সরকার শফিক, *মুক্তাগাছা*

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এনএন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। সুন্দর পরিবেশে প্রায় ১২৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় এ প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষার্থীও রয়েছে অনেক। এর সুনামও আছে দীর্ঘদিন ধরে। শিক্ষার্থীদের ঠাসা ভিড়ে জমজমাট থাকত শ্রেণিকক্ষগুলো। কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা গেল সপ্তাহের প্রথম দিন শনিবারে। বেলা সাড়ে ১১টায় ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, দশম শ্রেণির 'ক' শাখার শ্রেণিকক্ষ একদম ফাঁকা। শূন্য পড়ে আছে চেয়ার-টেবিল আর বেঞ্চ। শ্রেণিশিক্ষক হাজিরা খাতা নিয়ে বসে আছেন অফিস রুমে। শিক্ষার্থী নেই, তাই তিনি অফিসে বসেই সময় পার করছেন। দশম শ্রেণির অন্য একটি শাখায় গিয়ে দেখা যায়, ৬০ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত ১৩ জন। এ রকম প্রায় প্রতিটি ক্লাসের একই চিত্র দেখা যায় ওই বিদ্যালয়ে। ওই দিন এ রকম চিত্র পাওয়া যায় পাশের স্কুল নবারুন বিদ্যানিকেতনে। ওই স্কুলের দশম 'খ' শাখায় ৭০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন আর দশম 'গ' শাখায় ৫৪ জনের মধ্যে ক্লাসে উপস্থিত পাওয়া যায় ৬ শিক্ষার্থীকে। শহরের আরেকটি স্কুল আরকে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের চিত্র প্রায় একই রকম।

মুক্তাগাছা শহরে প্রিমিয়ার, নিউক্লিয়াস, স্কলার, এ ওয়ান, মেন্টসসহ নানা নামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। এসব কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছেন নামিদামি স্কুলের শিক্ষকরাই।

প্রিমিয়ার কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছেন নবারুন বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক আ. মান্নান, এনএন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক শিক্ষক। স্কলার কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছেন গাবতলী আয়েশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিল্টন, একেএম মোশাররফ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের শাহীন, আইয়ুবসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আরও কয়েক শিক্ষক। নিউক্লিয়াস পরিচালনা করছেন নবারুন বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক সঞ্জয় পালসহ কয়েক শিক্ষক। শহরের আরকে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের গেটের সামনে এ ওয়ান কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছেন ওই বিদ্যালয়ের ওয়ালী উল্লাহ মাসুদ নামে এক শিক্ষক। এসব কোচিং সেন্টার বন্ধের দাবি উঠলেও ব্যর্থ হয় উপজেলা প্রশাসন।

এনএন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশুতোষ সরকার শ্রেণিকক্ষ ফাঁকার কথা স্বীকার করে সমকালকে বলেন, কোচিং সেন্টারের কারণেই শিক্ষার্থীদের ক্লাসে হাজির করানো যাচ্ছে না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুলকার নায়ন বলেন, এ ব্যাপারে শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে কোচিং সেন্টার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ছাড়া যেসব শিক্ষক কোচিং সেন্টারে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।